ভীষণ এক অপরাধবোধে

আজ থেকে দশ বছর আগের কথা। স্ত্রী-পুত্রসহ গিয়েছি ময়মনসিংহে। বাবার বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি এক শহরেই। আমাদের বাসায় গিয়ে দেখি আম্মা নেই, বাড়ি গেছে। জমিজমা সংক্রান্ত কাজে আম্মাই যায়, আব্বাকে কখনই দেখিনি যেতে। বাড়ি তেমন দূরে না, মধুপুর। দূরত্বের হিসাবে ৫০ কিলোমিটার। পঁয়তাল্লিশ মিনিট কি একঘণ্টার দূরত্ব, সময়ের হিসাবে। মনটা খারাপ হলো। আগে থেকেই বলা ছিল আমরা যাব। তাও আম্মাকে পেলাম না বাসায়। বাসায় আব্বা, ছোট ভাই-বোন আর ভাবি ছিল। পাঁচ দিনের ছুটি, অথচ আম্মা বাড়ি গিয়ে বসে আছে। ব্যাপারটা ভালো লাগছিল না আমার। তাছাড়া দুদিন শ্বশুরবাড়িও থাকতে হবে। বউ আগে থেকেই বলে রেখেছে। আমি বার বার আব্বাকে বলায় আব্বা বলল, তোর মাকে ফোন কর চলে আসতে বল।

আব্বা মনে হয় আমার মন খারাপটা ধরতে পেরেছিল। কিন্তু আম্মার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারব না। কেননা আম্মার হাতে তখন মোবাইল ফোন নেই। ফোন দিতে হয় বাজারে, এক আত্মীয়কে। সে আবার আম্মাকে খবর দেয়। এভাবে হবে না, আমি আব্বাকে বললাম আমি গিয়ে আম্মাকে নিয়ে আসি। আব্বা বলল, যাবি যা কিন্তু তোর মা কাজ শেষ না করে আসবে না। এদিকে শ্বশুরবাড়ি গেছি, শাশুড়িও বললেন তুমি যাও গিয়ে বেয়াইনকে নিয়ে আস। আমি ঠিক করলাম, আম্মা না আসুক আমি গেলে দেখা তো অন্তত হবে। আমার স্ত্রীও বলল সেটাই ভালো হয়, চল বাড়ি থেকে ঘুরেই আসি। আমি তো অবাক। সেও যাবে মানে? আমরা গাড়ি আনিনি, বাসে কী করে যাবে! বুদ্ধি দিল ছোট শালী, ভাইয়া একটা গাড়ি ভাড়া করে চলে যাব, খালাম্মাকেও নিয়ে চলে আসবেন। যেই কথা সেই কাজ।

গাড়ি আগে থেকেই ভাড়া করতে হয়, এটা জানতাম। তারপরও গেলাম সার্কিট হাউস মাঠে। সেখানে রেন্টে গাড়ি পাওয়া যায়। যেগুলো সেদিনকার মতো ভাড়া হয় না, ভাড়ার আশায় ওই গাড়িগুলো ওখানেই দাঁড়ায়।

ভালো গাড়ি পাওয়া গেল না। ছোট্ট একটা ৮০০ সিসি কার পেলাম, তাও লক্কড়-ঝক্কড়। আমার স্ত্রী বলল এটাতেই হবে। ছেলেকে শাশুড়ি আর শালীদের কাছে রেখে আমরা দুজন রওনা দিলাম।

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল রওনা দেয়ার পর থেকেই। ড্রাইভার বেশ দক্ষ। ওয়াইপার চলছে, গাড়ির ভেতরে গান বাজছিল। আমরা দুজনেই একটু রোমান্টিক হয়ে পড়েছিলাম। কেননা আমাদের প্রেমের তুমুল সময়ে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে আমরা এই রাস্তায় চলে আসতাম মোটরসাইকেলে। ও আমার পেছনে থাকত। সেসব কথা বলতে বলতেই দেখি মুক্তাগাছা চলে এসেছি। বৃষ্টির তোড় আরো বেড়েছে। ড্রাইভারও বেশ সতর্ক। আমি বেশ ভালো ড্রাইভার, বুঝতে পারছি তার সতর্কতা।

ঘটনাটা ঘটল ঠিক তখনই। একটা ছোট্ট বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। গাড়ির ঝাপসা গ্লাসে হঠাৎ দেখি চোখ-মুখে পাতলা একটা গামছা দেয়া এক লোক। যেন মাটি ফুঁড়ে হঠাৎ উদয় হলো! ড্রাইভার ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। খালি দেখলাম লোকটা একটা ডিগবাজির মতো খেল। পেছন ফিরে দেখি লোকটা মাটিতে পড়ে আছে। আশপাশে তেমন লোক ছিল না। দূর থেকে লোকজন ছুটে আসছে। আমরা দুজন আতঙ্কিত হয়ে ড্রাইভারকে বলছি গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও ! ড্রাইভার কোনো কথা না শুনে স্পিড আরো বাড়িয়ে দিল। একটানে অনেক দূর চলে এসে আমাদের বলল, 'গাড়ি থামালে গাড়ি তো যেতই। আপনাদেরও ছেড়ে দিত না। চিন্তা কইরেন না, কিছুই হয় নাই। একটু বাড়ি লাগছে। সামান্য জখম হইতে পারে।'

আমাদের কিছুই করার ছিল না। অবস্থা দেখে ড্রাইভার বলছিল, আমার ভাড়া খাটানো গাড়ি, এসব দেখলে আমাদের চলে না। তাছাড়া কিছু হয়নি ব্যাটার। ওইদিন আমরা আম্মাকে নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। ফেরার সময় ড্রাইভার অন্য রাস্তা দিয়ে আমাদের নিয়ে এসেছিল। কারণ জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, এই রাস্তায় গেলে লোকজন গাড়ি ভেঙে দিতেও পারে।

সেই থেকেই আমার মনে খটকা লেগে আছে আসলেই কি লোকটার কিছু হয়নি, তাহলে ড্রাইভার কেন ওই রাস্তায় এলো না। এরপর তিন-চার দিন পর্যন্ত আমি পত্রিকার পাতায় খুঁজেছি কোনো দুর্ঘটনার খবর পত্রিকায় এসেছে কিনা, ওই রোডে কেউ মারা গেছে কিনা। কী ভীষণ এক অপরাধবোধে আক্রান্ত হই ওই ঘটনাটা মনে হলে। লোকটা যদি মরে গিয়ে থাকে! শুধু এই চিন্তা থেকেই নিজেকে অপরাধী মনে হয়। এখনো এক তীব্র অনুশোচনা হয়, কেন সেদিন দাঁড়ালাম না, কেন দেখলাম না লোকটা আসলেই অক্ষত আছে কিনা।

মিনহাজুল ইসলাম, ঢাকা

মন খুলে

বন্ধুত্ব হলো বন্ধনহীন গ্রন্থি। বন্ধুত্বের নেই কোন সংজ্ঞা, নেই পরিমাপের মাপকাঠি। একমাত্র হৃদয়ের টান আর যথাযথ সম্মান। আসল কথা বন্ধুত্ব সাগরের মতো অতল আর আকাশের মতো বিশাল। হৃদয়ের সব ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে ভালবাসতে হয় বন্ধুকে, তবেই সিদ্ধি লাভ। বন্ধুত্বের রাজ্যে নেই কোনো কাঁটাতারের বেড়া, নেই কোন নোম্যানস ল্যান্ড অথবা প্রহরী। হয় না কোনো দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি। আছে শুধু পরস্পরকে প্রতি নিয়ত চেনা জানার এক মহোৎসব। আর সেই বন্ধুর অবস্থান পর্বতের শীর্ষ বিন্দুর সঙ্কীর্ণ স্থানে নয়, পর্বতের পাদদেশের বিশাল ভূমিতে। একজন ভালো বন্ধু সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কষ্টের হিমালয় বুকে নিয়ে জীবনের পথ চলছি। যন্ত্রণার সমুদ্র সৈকতে হাঁটতে হাঁটতে বড় ক্লান্ত। বসন্তের কোকিলের ডাক, শরতের কাশফুল অথবা বর্ষার নীরবতা এখন আর হৃদয়কে আকর্ষণ করে না। বেদনার নির্জন দ্বীপে যার একান্ত বসবাস। শহরের সেই পিচঢালা পথ, নিয়ন বাতি, কোলাহল বড় অসহ্য মনে হয়। মিটি মিটি ওই তারাগুলো মোর সঙ্গী আর পথ চলাতে কতটা তোমায় বাসি যে ভালো। 'ফেনির বন্ধু, বোঝনি এই আমাকে। এক পলক যেন দেখেছি তোমায়। স্বপ্ন ঘোরে বিভোর থেকে আসি বলে তুমি হারিয়ে গেলে, বসে আছি তাই পথ চেয়ে, যতনে রেখেছি তারার মালা পরাব তোমায় সাঁঝের বেলা, সেই আলোকে মুখখানি প্রিয়া দেখব হয়ে আপন ভোলা। রিক্ত মনে তাই স্বপ্ন এঁকে যাই কল্পনার ওই ক্যানভাসেতে। ভালবেসে তুমি বলবে আমায়, আজ থেকে আমিও ভালবাসি যে তোমায়...

মুন্না (সুইট), মোহাম্মদপুর, ঢাকা